Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুহাম্মদ ইসরাফিল তরফদার
রোলঃ ২৩১০০১১০৩৭০

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুহাম্মদ ইসরাফিল তরফদার
রোলঃ ২৩১০০১১০৩৭০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুহাম্মদ ইসরাফিল তরফদার, আইডিঃ ২৩১০০১১০৩৭০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মুহাম্মদ ইসরাফিল তরফদার

আইডিঃ ২৩১০০১১০৩৭০
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায়-১: ভূমিকা ও বিষয় নির্বাচনের কারণ..5

অধ্যায়-২: গীবতের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়..6

অধ্যায়-৩: কুরআন মাজীদের আলোকে গীবত..7

অধ্যায়-৪: হাদিসের আলোকে গীবতের ভয়াবহতা..9

অধ্যায়-৫: গীবত কখন জায়েজ – ৬টি ক্ষেত্র..10

অধ্যায়-৬: গীবতের কারণ, ক্ষতি ও চিকিৎসা..12

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বিষয়: গীবত: ইসলামী শরীয়তের আলোকে একটি পর্যালোচনা

অধ্যায়-১: ভূমিকা ও বিষয় নির্বাচনের কারণ

পয়েন্ট-১: ভূমিকা
ব্যাখ্যা: সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল (সা.) এর উপর। মানবজীবনের সবচেয়ে ভয়ানক আত্মিক ব্যাধিগুলোর মধ্যে গীবত অন্যতম। এটি এমন এক নীরব ঘাতক যা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি ধ্বংস করে দেয়। অথচ আমরা প্রতিনিয়ত এই গুনাহে লিপ্ত হচ্ছি। বর্তমান সমাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হলো গীবতের ব্যাপক প্রসার। তাই এই বিষয়ে গবেষণা করা সময়ের দাবি।

পয়েন্ট-২: বর্তমান সমাজে গীবতের ভয়াবহতা
ব্যাখ্যা: আগের যুগে গীবত শুধু মজলিসে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপের কারণে একজনের গীবত মুহূর্তে লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। রাজনৈতিক সমালোচনা, ইউটিউবারদের রোস্টিং ভিডিও, পরিবারের বদনাম – সবই গীবতের নতুন রূপ। এই কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন নষ্ট হচ্ছে। যুব সমাজ হতাশায় ভুগছে।
দলিল: রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের দোষ তালাশ করে, আল্লাহ তার দোষ তালাশ করবেন।" [সুনানে তিরমিযী: ২০৩২]

পয়েন্ট-৩: গীবতের কারণে নেক আমল বরবাদ হয়
ব্যাখ্যা: একজন মুমিন সারাদিন নামাজ, রোজা, তিলাওয়াত, দান-সদকা করে নেকি অর্জন করে। কিন্তু মাত্র ৫ মিনিটের গীবতের কারণে তার সমস্ত নেকি যার গীবত করা হয়েছে তার আমলনামায় চলে যায়। কিয়ামতের দিন সে নিঃস্ব হয়ে যাবে। এটাই হলো প্রকৃত দেউলিয়াত্ব।
দলিল: রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা কি জানো দেউলিয়া কে? দেউলিয়া সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামাজ-রোজা নিয়ে আসবে, কিন্তু কাউকে গালি দিয়েছে, কারো

গীবত করেছে। ফলে তার নেকিগুলো তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।" [সহিহ মুসলিম: ২৫৮১]

পয়েন্ট-৪: এই গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
ব্যাখ্যা: এই গবেষণাপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো: ১. গীবতের শরয়ী সংজ্ঞা স্পষ্ট করা। ২. কুরআন-হাদিসের আলোকে এর ভয়াবহতা তুলে ধরা। ৩. গীবত কখন জায়েজ তার সীমারেখা নির্ধারণ করা। ৪. গীবত থেকে বাঁচার ব্যবহারিক পদ্ধতি বাতলে দেওয়া। এই লেখা পড়ে যদি একজন ব্যক্তিও গীবত ছেড়ে দেয় তবে আমার মেহনত সার্থক হবে।

অধ্যায়-২: গীবতের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়

পয়েন্ট-৫: গীবত শব্দের আভিধানিক অর্থ
ব্যাখ্যা: গীবত শব্দটি আরবি 'গইব' মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ অনুপস্থিতি। যেহেতু গীবত করা হয় মানুষের অনুপস্থিতিতে, তাই একে গীবত বলা হয়। অভিধানে গীবত অর্থ পরোক্ষে নিন্দা করা, পশ্চাতে দুর্নাম করা।

পয়েন্ট-৬: রাসূল (সা.) প্রদত্ত পারিভাষিক সংজ্ঞা
ব্যাখ্যা: গীবতের সবচেয়ে বিশুদ্ধ সংজ্ঞা দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল (সা.)। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো গীবত কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, গীবত হলো তোমার ভাইয়ের এমন দোষ আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে।
দলিল:
ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ - قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ
[সহিহ মুসলিম: ২৫৮৯]

পয়েন্ট-৭: হানাফী ফকীহদের সংজ্ঞা
ব্যাখ্যা: হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.)

বলেন, কোনো নির্দিষ্ট মুসলমানের দৈহিক, বংশগত, চারিত্রিক, কর্মগত, দীনি বা দুনিয়াবী দোষ তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে বলা যে সে শুনলে কষ্ট পাবে – তাই গীবত। তা মুখে বলা, লিখে প্রকাশ করা, ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝানো সবই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।
দলিল: রদ্দুল মুহতার, ৯ম খণ্ড, কিতাবুল হজর ওয়াল ইবাহা

পয়েন্ট-৮: গীবত, অপবাদ ও চোগলখুরির পার্থক্য
ব্যাখ্যা: এই তিনটি বিষয় প্রায় কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গীবত হলো সত্য দোষ বলা। অপবাদ হলো মিথ্যা দোষ দেওয়া। আর চোগলখুরি হলো একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে ঝগড়া বাধানো। তিনটিই কবিরা গুনাহ, তবে অপবাদ সবচেয়ে জঘন্য। কারণ এতে মিথ্যার গুনাহও যুক্ত হয়।
দলিল: চোগলখুরি সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ "চোগলখোর জান্নাতে যাবে না।" [সহিহ মুসলিম: ১০৫]

অধ্যায়-৩: কুরআন মাজীদের আলোকে গীবত

পয়েন্ট-৯: সূরা হুজুরাতের ১২নং আয়াতের তাফসীর
আরবি দলিল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

ব্যাখ্যা: এই আয়াতটি গীবতের ব্যাপারে কুরআনের সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল। আল্লাহ তায়ালা এখানে তিনটি জিনিস নিষেধ করেছেন: কু-ধারণা, গোয়েন্দাগিরি ও গীবত। গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এর জঘন্যতা বোঝানো হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, মৃত মানুষ যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি যার গীবত করা হয় সেও অনুপস্থিত থাকায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে না।

পয়েন্ট-১০: সূরা হুমাযাহ এর ১নং আয়াতের ব্যাখ্যা
আরবি দলিল:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

ব্যাখ্যা: ‘ওয়াইল’ শব্দটি জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। আল্লাহ তায়ালা ‘হুমাযাহ’ ও ‘লুমাযাহ’কারীদের জন্য এই শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। তাফসীরকারকদের মতে, হুমাযাহ হলো যে সামনে নিন্দা করে এবং লুমাযাহ হলো যে পেছনে গীবত করে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, এই আয়াত গীবতকারী ও দোষ অন্বেষণকারীদের জন্য কঠিন হুমকি।

পয়েন্ট-১১: সূরা নিসার ১৪৮নং আয়াত
আরবি দলিল:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ

ব্যাখ্যা: এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সাধারণ অবস্থায় কারো দোষ প্রকাশ করা আল্লাহ পছন্দ করেন না। এটা গীবত হারাম হওয়ার দলিল। তবে আয়াতের শেষাংশ ‘ইল্লা মান জুলিমা’ দ্বারা বোঝা যায়, মজলুম ব্যক্তি জালিমের জুলুমের কথা বিচারকের কাছে বলতে পারবে। এটা জায়েজ গীবতের একটি ক্ষেত্র।

পয়েন্ট-১২: গীবতের শাস্তি সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত
ব্যাখ্যা: কুরআনে সরাসরি গীবত শব্দ না থাকলেও এর সমার্থক অনেক কাজকে হারাম করা হয়েছে। যেমন: সূরা কলামে ‘মাশশাইন বিনামিম’ অর্থাৎ চোগলখোরের নিন্দা করা হয়েছে। সূরা বাকারায় ‘ফাসাদ ফিল আরদ’ বা পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। গীবত যেহেতু ফিতনার অন্যতম কারণ, তাই এটিও নিষিদ্ধ।

অধ্যায়-৪: হাদিসের আলোকে গীবতের ভয়াবহতা

পয়েন্ট-১৩: মেরাজের রাতে দেখা শাস্তি
ব্যাখ্যা: গীবতের শাস্তি কত ভয়ানক তা বোঝাতে রাসূল (সা.) মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখলেন, কিছু লোকের তামার নখ আছে। তারা সেই নখ দিয়ে নিজেদের মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করায় জিবরাইল (আ.) বললেন, এরা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত, অর্থাৎ গীবত করত।
আরবি দলিল:

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

[সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৮]

পয়েন্ট-১৪: গীবত যিনার চেয়েও জঘন্য
ব্যাখ্যা: একটি হাদিসে এসেছে, গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক। কারণ যিনাকারী তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারীর গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ করে। কারণ এটা বান্দার হক।
দলিল:

اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

[শুআবুল ঈমান, বায়হাকী]

পয়েন্ট-১৫: কবরে গীবতের শাস্তি
ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) একবার দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। বড় কোনো কারণে নয়। একজন পেশাব থেকে বাঁচত না, আরেকজন চোগলখুরি করত। চোগলখুরি গীবতেরই একটি প্রকার।
দলিল:

كَانَا يُعَذَّبَانِ ...وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

[সহিহ বুখারি: ২১৬]

পয়েন্ট-১৬: জবান ও লজ্জাস্থান হেফাজতের ফজিলত
ব্যাখ্যা: গীবত হয় জবান দ্বারা। তাই জবান হেফাজত করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু অর্থাৎ জবান এবং দুই রানের মাঝের বস্তু অর্থাৎ লজ্জাস্থানের হেফাজতের গ্যারান্টি দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দেবো।
আরবি দলিল:
مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

[সহিহ বুখারি: ৬৪৭৪]

পয়েন্ট-১৭: গীবতের মজলিস ত্যাগ করার নির্দেশ
ব্যাখ্যা: শুধু গীবত করা নয়, গীবত শোনাও হারাম। যদি কোনো মজলিসে কারো গীবত শুরু হয়, তাহলে সেখানে বাধা দিতে হবে। বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে সেই মজলিস ত্যাগ করতে হবে। চুপ করে বসে থাকলে গীবতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
দলিল: রাসূল (সা.) বলেন,
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

"তোমাদের কেউ খারাপ কাজ দেখলে হাত দ্বারা বাধা দেবে।" [সহিহ মুসলিম: ৪৯]

অধ্যায়-৫: গীবত কখন জায়েজ – ৬টি ক্ষেত্র

পয়েন্ট-১৮: প্রথম ক্ষেত্র – জুলুমের প্রতিকার চাইতে
ব্যাখ্যা: যদি কেউ কারো উপর জুলুম করে, যেমন টাকা মেরে দেয় বা আঘাত করে, তাহলে মজলুম ব্যক্তি কাজী, পুলিশ বা মীমাংসাকারীর কাছে জালিমের দোষ বর্ণনা করতে পারবে। এটা গীবত নয়, বরং নিজের হক আদায়ের জন্য বলা। তবে

শুধু ততটুকুই বলবে যতটুকু বিচারের জন্য প্রয়োজন।
দলিল:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ

[সূরা নিসা: ১৪৮]

পয়েন্ট-১৯: দ্বিতীয় ক্ষেত্র – ফতোয়া জানার জন্য
ব্যাখ্যা: শরয়ী কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য মুফতি সাহেবের কাছে কারো দোষ বলা জায়েজ। যেমন: স্বামী স্ত্রীকে মারধর করে, এখন স্ত্রী মুফতিকে জিজ্ঞেস করল, আমার স্বামী আমাকে মারে, আমার করণীয় কি? এখানে স্বামীর দোষ বলা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য দ্বীন শেখা। তাই জায়েজ।
দলিল: হিন্দা (রা.) রাসূল (সা.) কে বললেন, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ "আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক।" রাসূল (সা.) নিষেধ করেননি। [সহিহ বুখারি: ৫৩৬৪]

পয়েন্ট-২০: তৃতীয় ক্ষেত্র – সতর্ক করার জন্য
ব্যাখ্যা: কোনো ব্যক্তি যদি ধোঁকাবাজ, বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে, ব্যবসায় অংশীদার হতে চাচ্ছে – তাহলে তার খারাপ দিকগুলো জানিয়ে অন্যকে সতর্ক করা ওয়াজিব। এটা গীবত নয়, বরং নসিহত। যেমন: কারো কাছে বিয়ের প্রস্তাব এলে যদি জানো ছেলে নেশাখোর, তাহলে মেয়ের বাবাকে জানানো জরুরি।
দলিল: ইমাম মুসলিম (রহ.) ‘কিতাবুল ইলাল’ এ রাবীদের দোষ বর্ণনা করেছেন, যাতে মানুষ দুর্বল হাদিস থেকে বাঁচতে পারে।

পয়েন্ট-২১: চতুর্থ ক্ষেত্র – প্রকাশ্য পাপী ব্যক্তির গীবত
ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কবিরা গুনাহ করে এবং এতে লজ্জাবোধ করে না, যেমন প্রকাশ্য মদখোর, সুদখোর, বেনামাজি – তার ওই পাপের আলোচনা করা জায়েজ। কারণ সে নিজেই নিজের সম্মান নষ্ট করেছে। তবে তার অন্যান্য গোপন দোষ বলা যাবে না।
দলিল: ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ "যে লজ্জার চাদর ছুড়ে ফেলেছে তার গীবত নেই।"

পয়েন্ট-২২: পঞ্চম ক্ষেত্র – পরিচয় দেওয়ার জন্য
ব্যাখ্যা: যদি কোনো ব্যক্তিকে তার কোনো দোষ ছাড়া চেনানো না যায়, যেমন ‘বেটে আব্দুল্লাহ’, ‘কানা কারীম’ – তাহলে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে এভাবে বলা জায়েজ। তবে তাচ্ছিল্যের নিয়তে বলা হারাম। উদ্দেশ্য শুধু পরিচয় করানো হতে হবে।

পয়েন্ট-২৩: ষষ্ঠ ক্ষেত্র – খারাপ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার জন্য
ব্যাখ্যা: যদি কেউ কোনো খারাপ কাজ করছে এবং তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তির কাছে তার দোষ বলা হয়, যাতে সে তাকে বাধা দেয়, তাহলে জায়েজ। যেমন: ছাত্র নেশা করছে, এটা প্রিন্সিপালকে জানানো, যাতে তিনি শাসন করেন।

অধ্যায়-৬: গীবতের কারণ, ক্ষতি ও চিকিৎসা

পয়েন্ট-২৪: গীবতের প্রধান ৪টি কারণ
ব্যাখ্যা: ১. হিংসা: অন্যের ভালো দেখতে না পারা। ২. আত্মম্ভরিতা: নিজেকে বড় দেখানোর জন্য অন্যকে ছোট করা। ৩. ঠাট্টা-মশকরা: মজলিস জমানোর জন্য অন্যকে নিয়ে হাসাহাসি। ৪. রাগ ও শত্রুতা: রাগের বশে অন্যের দোষ চর্চা করা। এই কারণগুলো চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে হবে।

পয়েন্ট-২৫: গীবতের ৪টি দুনিয়াবী ক্ষতি
ব্যাখ্যা: ১. সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। ২. পারস্পরিক ভালোবাসা নষ্ট হয়। ৩. গীবতকারীর উপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে যায়। ৪. গীবতকারীর দুআ কবুল হয় না। কারণ তার জবান নাপাক।

পয়েন্ট-২৬: গীবত থেকে বাঁচার ৫টি আমল
ব্যাখ্যা: ১. সবসময় আল্লাহকে হাজির-নাজির মনে করা। ২. নিজের দোষ তালাশ করা। ৩. মজলিসে কম কথা বলা। ৪. গীবত শুরু হলে বিষয় পরিবর্তন করা। ৫. বেশি বেশি এই দুআ পড়া: اَللّٰهُمَّ احْفَظْ لِسَانِيْ مِنَ الْغِيْبَةِ "হে আল্লাহ, আমার জবানকে

গীবত থেকে হেফাজত করুন।"

পয়েন্ট-২৭: গীবত হয়ে গেলে কাফফারা কী
ব্যাখ্যা: গীবতের গুনাহ দুই প্রকার। এক. আল্লাহর হক, দুই. বান্দার হক। আল্লাহর কাছে তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে। আর বান্দার কাছে মাফ চাইতে হবে। যদি মাফ চাইতে গেলে ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার নামে না বলে সাধারণভাবে মাফ চাইবে এবং তার জন্য দুআ ও সুনাম করবে।
দলিল: ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন, গীবতের কাফফারা হলো যার গীবত করেছো তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করা।

অধ্যায়-৭: উপসংহার ও তথ্যসূত্র – ৩ পৃষ্ঠা

পয়েন্ট-২৮: সারকথা
ব্যাখ্যা: উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, গীবত একটি জঘন্য কবিরা গুনাহ। এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। শুধু বিশেষ ৬টি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বাবস্থায় গীবত হারাম। একজন মুমিনের উচিত সর্বদা নিজের জবানকে হেফাজত করা এবং গীবতের মজলিস থেকে বেঁচে থাকা।

পয়েন্ট-২৯: আমাদের করণীয়
ব্যাখ্যা: ১. নিজে গীবত ছাড়বো। ২. পরিবারকে গীবত থেকে বাঁচাবো। ৩. সমাজে গীবত বিরোধী সচেতনতা তৈরি করবো। ৪. যুব সমাজকে মোবাইল-ইন্টারনেটের গীবত থেকে সতর্ক করবো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এই জঘন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

পয়েন্ট-৩০: তথ্যসূত্র
ব্যাখ্যা:
১. আল-কুরআনুল কারীম
২. সহিহ আল-বুখারি
৩. সহিহ মুসলিম

৪. সুনানে আবু দাউদ
৫. সুনানে তিরমিযী
৬. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন – ইমাম গাজ্জালী (রহ.)
৭. রদ্দুল মুহতার – ইবনে আবেদীন শামী (রহ.)
৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর